দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 APR 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা ফিরে আসছে

॥ গাজীপুর সংবাদদাতা ॥

বিগত বিএনপি সরকারের আমলে রাজনৈতিক নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর ড. এম এরশাদুল বারীকে ১৫ মার্চ অপসারণের পর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে। বিগত সময়ে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এ প্রতিষ্ঠানটিতে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা ও আর্থিক স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর ড. এম ফরিদ আহমেদ জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠানটির সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কর্মপ্রবাহ ও প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসতে শুরু করেছে। প্রকাশ, পূর্বতন ভিসির পরিবর্তনই আমূল বদলে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশ। নিরপেক্ষ প্রশাসনিক পরিবেশ বিরাজ করায় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে যাচ্ছেন। পূর্বের মতো গ্রুপিং বা অন্তর্কলহ এখন আর নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে সৃষ্ট অবনতিশীল সম্পর্ক বর্তমান ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে কাটতে শুরু করেছে। আর্থিক সংকট বর্তমানে অনেকাংশে কেটে গেছে। সাবেক উপাচার্যের আমলে অনেক শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছিলেন। বর্তমানে এসব শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রতিকার পেতে শুরু করেছেন।

উল্লেখ্য, এক বছর পূর্ব থেকেই শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই সরবরাহ করার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে, যাতে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যবই হাতে পেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সার্বিক গতি ফিরিয়ে আনতে বর্তমান প্রশাসন বিভিন্ন বিধিবদ্ধ পর্ষদ, পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবনের পদক্ষেপ নিয়েছে। পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত যে সমস্ত বিধি-বিধান রয়েছে তা কঠোরভাবে অনুসরণ করার ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংস্কার করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহ নকলমুক্ত পরিবেশে গ্রহণ করার জন্য বর্তমান প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বিগত উপাচার্যের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত শিক্ষার্থী ৬ না ৭ লাখ এনিয়ে ব্যাপক বিভ্রান্তি ছিল। স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে একটি প্রেসক্রাইভ ফর্ম তৈরি করা হয়েছে।

বাউবি'র ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর ড. এম ফরিদ আহমদ জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাই এখন তার একমাত্র চ্যালেঞ্জ। এর পাশাপাশি একাডেমিক কাজে গতিশীলতা ও সকলের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ফিরিয়ে আনতে তাকে ছুটির দিনেও কাজ করতে হচ্ছে।